তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় মর্মাহত অধ্যাপক জাফর ইকবাল

জয়বাংলা স্লোগানের এতবড় অপমান আমার জীবনে দেখিনি

ড. জাফর ইকবালের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

■ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন' অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি বলেছেন, যে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই স্লোগানের এতবড় অপমান আমি আমার জীবনে দেখিনি।

গতকাল রবিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

জয়বাংলা স্লোগানের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনিক ভবনের সামনে উপাচার্য বিরোধী শিক্ষকদের জোট 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদ'-এর অবস্থান কর্মসূচিতে হামলা চালায় ছাত্রলীগের কর্মীরা। এ সময় তাদের 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিতে শোনা যায়।

তারা আন্দোলনরত শিক্ষকদের ব্যানার কেড়ে নেয় এবং তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে এবং মারধর করে সরিয়ে দেয়। এই ফাঁকে উপাচার্য আমিনুল হক ভূঁইয়া প্রশাসনিক ভবনে ঢুকে দোতলায় নিজের কার্যালয়ে চলে যান।

সে সময় ঘটনাস্থল থেকে হাত দশেক দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে একাকী বসে ছিলেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষক জাফর ইকবাল, যিনি ইয়াসমিন হকের স্বামী।

ক্ষুব্ধ জাফর ইকবাল বলেন, এখানে যে ছাত্ররা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তারা আমার ছাত্র হয়ে থাকলে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত। জনপ্রিয় এই কল্পবিজ্ঞান লেখক জানান, তিনি সরাসরি শিক্ষকদের আন্দোলনে অংশ না নিলেও আন্দোলনকারীদের প্রতি তার মায়া, ভালোবাসা আছে।

তিনি বলেন, তারা যে কারণে আন্দোলন করছে, আমি তা ১০০ ভাগ সমর্থন করি। এ উপাচার্য যোগদানের দু'মাস পর আমি তার সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমি দেখেছি, উনি মিথ্যা কথা বলেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তার সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

হামলার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আজ আমার জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। আজ যা দেখলাম, আমার জীবনে এ ধরনের ঘটনা দেখব তা আমি কখনও কল্পনা করিনি।

জাফর ইকবাল বলেন, গলায় দড়ি দিয়ে না মরলেও 'তীব্র মানসিক যন্ত্রণায়' তাকে ভুগতে হচ্ছে। কীভাবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমার শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করতে পারল, আর আমাকে সেটা এখানে বসে বসে দেখতে হল।

এই শিক্ষক অভিযোগ করেন, উপাচার্যই ছাত্রলীগকে শিক্ষকদের ওপর 'লেলিয়ে' দিয়েছেন। তিনি যদি মনে করেন, এভাবে আন্দোলন থামানো সম্ভব, তবে সেটা ভুল করছেন। শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন কোনো পদের জন্যে নয়, শাবিকে বাঁচানোর জন্য।